দৈনিক ...

তারিখ ... 16/7/78 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 6 ...

এ বছর ৭ হাজার লোক হজে যেতে পারবেন

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে শনিবার বঙ্গভবনে মন্ত্রি পরিষদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাসসর খবরে প্রকাশ, বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে চলতি বছরের হজ নীতি অনুমোদন করা হয়েছে।

এক সরকারী হ্যান্ড আউটে বলা হয়, সরকার এ বছর বাংলাদেশ থেকে সাত হাজার লোককে হজে যাবার অনুমতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত বছর পাঁচ হাজার লোককে হজে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এঁদের মধ্যে তিন হাজার ৬৩২ জনকে দুই বারে জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হবে। বাকি তিন হাজার ৩৬৮ জন যাবেন বিমানে। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ১৯৭৮ সালের ১০ই নবেম্বরের দিকে হজ পালিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এছাড়া সৌদী আরবে অবস্থান কালে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের দেখাশুনা করার জন্যে সরকার ডাক্তার ও মেডিক্যাল স্টাফ সমন্বয়ে পঁচিশ সদস্যের একটি মেডিক্যাল দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়া একটি কল্যাণ ও প্রশাসনিক দল হজের সময়ে তাঁদের দেখাশুনা করবে।

প্রত্যেক শ্রেণীতে আসন সংখ্যা ও যাওয়া-আসার ভাড়া নীচে দেয়া হল:

জাহাজে—ডেক শ্রেণী : আসন সংখ্যা—দুই হাজার ৮২৪ (দুই বারে) ভাড়া—তিন হাজার নশ' টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণী : আসন সংখ্যা—৪১২ (দুই বারে) ভাড়া—সাত হাজার টাকা। প্রথম শ্রেণী : আসন সংখ্যা—৩৯২ (দুই বারে) ভাড়া ন' হাজার টাকা। ডিলাক্স শ্রেণী : আসন সংখ্যা—চার (দুই বারে) ভাড়া ১০ হাজার টাকা।

বিমানে—আসন সংখ্যা—তিন হাজার ৩৬৮। ভাড়া—ন' হাজার ৫৫০ টাকা (৭৫০ টাকার সৌদী রয়্যালটি সহ)।

যাঁরা জাহাজে যাবেন তাঁদের প্রায় ৫০ দিন সৌদী আরবে থাকতে হবে এবং যাঁরা বিমানে যাবেন তাঁদের থাকতে হবে প্রায় ৪০ দিন। জাহাজ-

(শেষের পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

হজে যেতে পারবেন

(১ম পৃঃ পর)

যোগে যাঁরা যাবেন সৌদী আরবে বাধ্যতামূলক পাওনা ও তাঁদের ব্যয় নির্বাহ বাবদ বৈদেশিক মুদ্রায় এগার হাজার ৭৮৫ টাকা নেয়ার অনুমতি দেয়া হবে এবং যাঁরা বিমানে যাচ্ছেন তাঁদের বৈদেশিক মুদ্রায় ১০ হাজার ৮৮৫ টাকা নেয়ার অনুমতি দেয়া হবে। জেলাওয়ারী জনসংখ্যা অনুপাতে ব্যালটে হজের জন্যে আবেদনকারীদের মনোনীত করা হবে।

জাহাজ ও বিমানের মোট আসন সংখ্যার পাঁচ শতাংশ হজ-এ-বদল-এর জন্যে সংরক্ষিত থাকবে। ইতিপূর্বে যাঁরা হজব্রত পালন করেছেন তাঁরা আবেদন করতে পারবেন না; তবে হজ-এ-বদল-এর জন্যে বা মহরাম হিসেবে আবেদন করা যাবে।

হজের জন্যে আবেদনপত্র ১৯৭৮ সালের ১৪ই আগস্টের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছাতে হবে। জাহাজে যাঁরা ডেকে যেতে চান তাঁদেরকে যে জেলার তিনি স্থায়ী বাশিন্দা কিংবা যে জেলায় তিনি সাধারণভাবে বাশিন্দা সেই জেলার ডেপুটি কমিশনারের কাছে আবেদনপত্র পেশ করতে হবে। যাঁরা জাহাজে দ্বিতীয় শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী ও ডিলাক্স শ্রেণী এবং বিমানে যাবেন তাঁদেরকে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর বন্দর হজ অফিসে আবেদনপত্র পেশ করতে হবে। হজ-এ-বদল-এর জন্যে আবেদনপত্র চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর বন্দর হজ অফিসে পেশ করতে হবে। ঠিকানা লেখা খাম ও নির্দেশাবলীসহ আবেদনপত্রের ফরম বাংলাদেশের সর্বত্র সকল তফসিলী ব্যাংক, সকল জেলার ডেপুটি কমিশনারের অফিস, শিপিং বিভাগের অফিস (সুলতান বিল্ডিং, ১৪৭, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা) ও চট্টগ্রামের পাহাড়তলীস্থ বন্দর হজ অফিসে পাওয়া যাবে।

হজযাত্রীদের মনোনয়নের জন্যে ব্যালট ১৯৭৮ সালের ১৫ই আগস্ট ডেপুটি কমিশনার ও চট্টগ্রামের বন্দর হজ অফিসে অনুষ্ঠিত হবে।

আশা করা হচ্ছে যে প্রথম জাহাজ ছাড়বে ১৯৭৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরের দিকে এবং বিমানের ফ্লাইট শুরু হবে ১৯৭৮ সালের ১৪ই অক্টোবর থেকে।

মনোনীত আবেদনকারীদের তাঁদের রওয়ানা হওয়ার আনুমানিক সাত দিন আগে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় হজ ক্যাম্পে রিপোর্ট করতে হবে। বন্দর হজ অফিস প্রত্যেক আবেদনকারীকে বিস্তারিত বিষয়ে অবহিত করবে।

প্রত্যেক আবেদনকারীকে তাঁর আবেদনপত্র নিম্নে বর্ণিত টাকা ও ব্যাংকের অরিজিনাল রসিদ সহ যে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

জাহাজে—ডেক শ্রেণী : মোট জমা দিতে হবে—১৫ হাজার ৬৮৮ টাকা (তিন টাকার হজযাত্রীর পাস ফি সহ)। দ্বিতীয় শ্রেণী : মোট জমা দিতে হবে—১৮ হাজার ৭৮৮ টাকা (তিন টাকার হজযাত্রীর পাস ফি সহ)। প্রথম শ্রেণী : মোট জমা দিতে—২০ হাজার ৭৮৮ টাকা (তিন টাকার হজযাত্রী পাস ফি সহ)। ডিলাক্স শ্রেণী : মোট জমা দিতে হবে : ২১ হাজার ৭৮৮ টাকা (তিন টাকার হজযাত্রী পাস ফি সহ)। বিমানে—মোট জমা দিতে হবে : ২০ হাজার ৪৩৮ টাকা (তিন টাকার হজযাত্রী পাস ফি সহ)।